ধার্মিকের ভাষা

আব্দুর রহমান আবিদ

আমার ছোট ছেলে জুবেইর তখনো পৃথিবীতে আসেনি। সপ্তাহ খানেক বাকি। ২০০২ সালের এপ্রিলের শুরুর দিকের ঘটনা। আমি তখন নর্থ ক্যারোলাইনাতে একটা বেসরকারী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে 'ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ার' (Water Resources Engineer) হিসেবে চাকুরি করি। আমেরিকাতে আমার অভিবাসন মর্যাদা (immigration status) - 'অস্থায়ী এইচ-ওয়ান.বি চাকুরি ভিসা' (temporary nonimmigrant H-1B working visa)। এইচ-ওয়ান.বি ভিসার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, কোন কারনে চাকুরি হারালে সাথে সাথেই অভিবাসন মর্যাদা হারাতে হয়, যাকে আমেরিকান ইমিগ্রেশনের ভাষায় বলে, 'আউট-অব-স্ট্যাটাস' (out-of-status)। তবে আমেরিকান ইমিগ্রেশনের একটা অলিখিত নিয়ম নাকি আছে যে, কেউ চাকুরি হারানোর পর পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে (কোন কোন এটর্নীর মতে ৯০ দিনের মধ্যে) নতুন একটা চাকুরি যোগাড় করে সেই এম্প্লয়ার (employer) কে দিয়ে পুনরায় এইচ-ওয়ান.বি ভিসার জন্যে ইমিগ্রেশনে এ্যাপ্লাই করলে তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নষ্ট হবেনা। অন্যথায়, অর্থাৎ ৬০ দিনের মধ্যে চাকুরি যোগাড় করতে না পারলে তাকে আমেরিকা ত্যাগ করতে হবে। ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মত একটা স্পেশাল্টি ফিল্ডে (specialty field) ৬০ দিনের মধ্যে একটা প্রফেশনাল জব (professional job) খুঁজে পাওয়া যদিও নিঃসন্দেহে কঠিন, তবে আমেরিকার মত উন্নত ও সুবিশাল দেশে অসম্ভব নয়। সমস্যা হলো, এইচ-ওয়ান.বি ভিসা স্পন্সরশিপ-এর (sponsorship) কথা শুনলে বেশীরভাগ এম্প্লয়ারই পিছু হটে যায়।

এইচ-ওয়ান.বি ভিসার এই চরম নিগেটিভ দিক সম্পর্কে আমি যেমন জ্ঞাত ছিলাম, তেমনই অবহিত ছিল নর্থ ক্যারোলাইনার সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর হিউম্যান রিসোর্সেস অফিস (Human Resource Office), আমার ম্যানেজার এবং আমার কলিগরাও।

স্টেইট অব নর্থ ক্যারোলাইনা (State of North Carolina) এবং FEMA'র (Federal Emergency Management Agency) যৌথ ফান্ডিং-এ (funding) স্টেইটব্যাপী নদ-নদীর ফ্লাডপ্লেইন ম্যাপিং-এর (floodplain mapping) পাঁচ-বছর মেয়াদী সুবিশাল এক প্রজেক্ট (project) পেয়েছিল আমার কোম্পানী। বলা বাহুল্য, ওই প্রজেক্টে কাজ করার জন্যেই মূলতঃ আমাকে হায়ার (hire) করেছিল তারা। ম্যানেজার বাদে প্রডাকশনে কাজ করতাম আমরা ৬ জনঃ – ৩ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং ৩ জন জিআইএস স্পেশালিষ্ট (GIS specialist)। ৩ জন ইঞ্জিনিয়ার হলো, কোরি ক্যাভালিয়ার (Corey Cavalier), হারশাদ প্যাটেল (Harshad Patel) এবং আমি। আর ৩ জন জিআইএস স্পেশালিষ্ট হলো, চেজ বার্নার্ড (Chase Bernard), জেমস হাফিন্স (James Huffines) এবং ব্রায়ান ওয়েবার (Bryan Weber)। বলা বাহুল্য, হারশাদ (ভারতীয়) এবং আমি বাদে বাকিরা সবাই সাদা আমেরিকান। অফিসে আমার ঘনিষ্টতা ছিল মূলতঃ কোরি এবং ব্রায়ানের সাথে। এবং একসময় অফিসের গন্ডী পেরিয়ে আমাদের ঘনিষ্টতা গড়িয়েছিল পারিবারিক বন্ধুত্বে।

২০০১-এর নাইন-ইলেভেন-এর পর বুশ প্রশাষন FEMA'র ফান্ড সংকুচিত করলে এক বছরের মাথায় স্টেইট অব নর্থ ক্যারোলাইনার ফ্লাডপ্লেইন ম্যাপিং প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের অফিসে ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে ব্যাকলগ (backlog) হিসেবে তেমন কোন প্রজেক্ট ছিলনা যা দিয়ে ৩ জন ইঞ্জিনিয়ারকে 'বিলেবল' (billable) রাখা সম্ভব ছিল। কাজেই অন্ততঃ ২ জন ইঞ্জিনিয়ারকে 'লে অফ' (lay off) করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং স্বভাবতই হারশাদ ও আমাকে 'লে অফ' করা হয়।

আমাদের সর্বকনিষ্ট সন্তানের আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজনের কমতি ছিলনা। দেশ থেকে আমার শ্বাশুড়ী এসেছেন; কানাডা থেকে এসেছেন আমার বড়বোন। চারিদিকে সাজ সাজ রব। আর এরইমধ্যে হঠাৎ করেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটলো আমার 'লে অফ'-এর ঘটনা। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার হতবিহ্বল ভাব কাটতেই চলে গেল এক সপ্তাহ। জুবেইর পৃথিবীতে এলো। শুরু হলো আমার চাকুরি খোঁজা। একদিকে স্ত্রী, শ্বাশুড়ী আর বোনের মলিন, অসহায় মুখ; আর অন্যদিকে দুঃস্বপ্নময় ৬০ দিনের 'টাইম লিমিট'। একেকটা দিন যেন যেতে থাকলো উল্কার মত দ্রুত গতিতে। একের পর এক জব

ইন্টারভিউ (job interview) দিয়ে চলেছি – নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, ভার্জিনিয়া, ফ্লোরিডা, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া,...।

এরমধ্যেই একদিন ব্রায়ানের ফোন এলো। স্ত্রী এরিনকে নিয়ে জুবেইরকে দেখতে আমাদের বাসায় আসতে চায় ও। যদিও পরিচিত-অপরিচিত কারো সাথেই বসে ঠান্ডা মাথায় কথাবার্তা বলা কিম্বা গল্প করার মত মানসিক অবস্থা সেসময় আমার ছিলনা, তারপরও ব্রায়ানকে কেন জানি না করতে পারলামনা। ব্রায়ান এলো। সাথে একগাদা জিনিষপত্র – ডায়াপার, বাচ্চার পোষাক, বাচ্চার খাবার-দাবার, খেলনা,...। বেশীক্ষন বসলোনা ওরা। যাওয়ার আগে আমার হাতে হালকা নীল রঙের মুখবন্ধ একটা খাম দিয়ে ব্রায়ান বললো, "তোমার জন্যে একটা গিফট কার্ড। আমি যাওয়ার পর খুলো"।

ব্রায়ান চলে গেলে খামটা খুললাম। দেখি চমৎকার একটা গিফট কার্ড এবং সাথে দুটো একশ' ডলারের নোট। গিফট কার্ডে গোটা গোটা অক্ষরে লেখাঃ

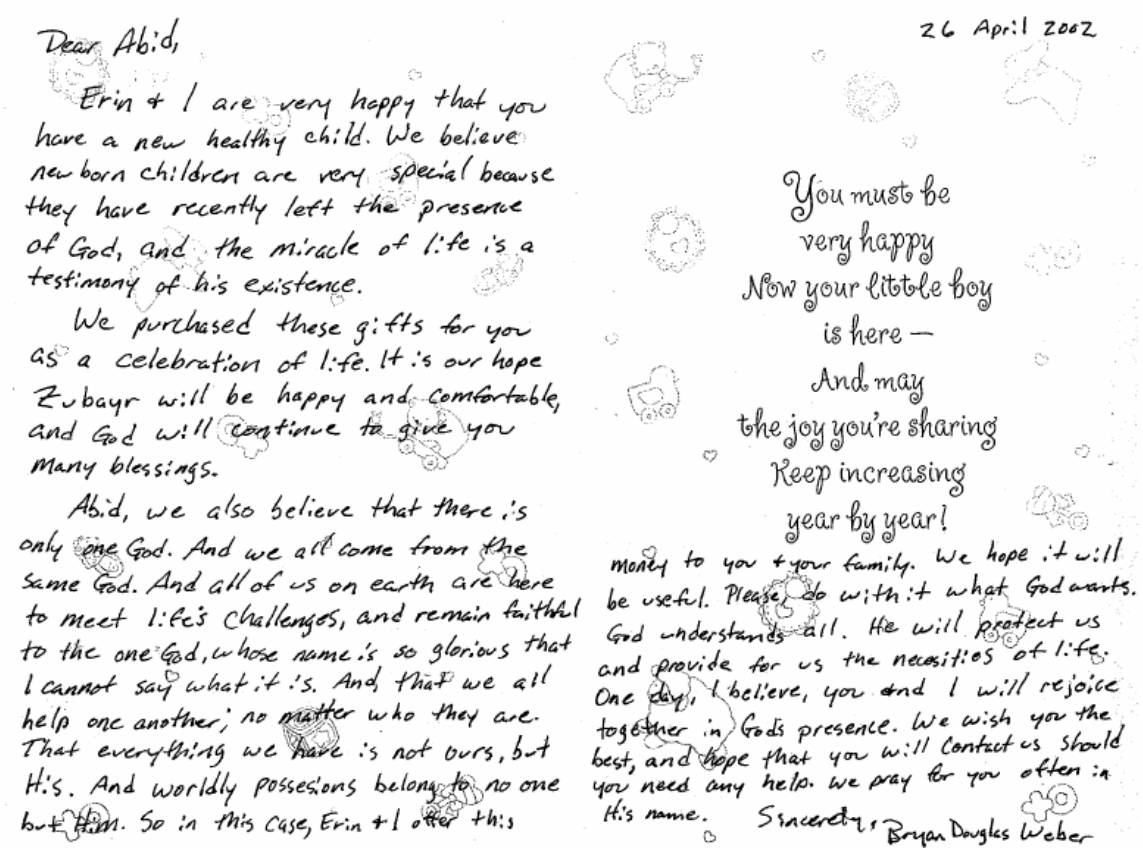

Dear Abid,

Erin + I are very happy that you have a new healthy child. We believe new born children are very special because they have recently left the presence of God, and the miracle of life is a testimony of his existence.

We purchased these gifts for you as a celebration of life. It is our hope Zubayr will be happy and comfortable, and God will continue to give you many blessings.

Abid, we also believe that there is only one God. And we all come from the same God. And all of us on earth are here to meet life's challenges, and remain faithful to the one God, whose name is so glorious that I cannot say what it is. And that we all help one another; no matter who they are. That everything we have is not ours, but His. And worldly possesions belong to no one but Him. So in this case, Erin + I offer this money to you + your family. We hope it will be useful. Please, do with it what God wants. God understands all. He will protect us and provide for us the necessities of life. One day, I believe, you and I will rejoice together in Gods presence. We wish you the best, and hope that you will contact us should you need any help. We pray for you often in His name.

Sincerely, Bryan Douglas Weber

26 April 2002

You must be
very happy
Now your little boy
is here –
And may
the joy you're sharing
Keep increasing
year by year!

(Dear Abid,

Erin & I are very happy that you have a new healthy child. We believe new born children are very special because they have recently left the presence of God, and the miracle of life is a testimony of his existence.

We purchased these gifts for you as a celebration of life. It is our hope Zubayr will be happy and comfortable, and God will continue to give you many blessings.

Abid, we also believe that there is only one God. And we all come from the same God. And all of us on earth are here to meet life's challenges, and remain faithful to the one God,

whose name is so glorious that I cannot say what it is. And, that we all help one another; no matter who they are. That everything we have is not ours, but His. And worldly possessions belong to no one but Him. So in this case, Erin & I offer this money to you & your family. We hope it will be useful. Please, do with it what God wants. God understands all. He will protect us and provide for us the necessities of life. One day, I believe, you and I will rejoice together in God's presence. We wish you the best, and hope that you will contact us should you need any help. We pray for you often in His name.

Sincerely,

Bryan Douglas Weber)

সীমাহীন খরচের এই দেশে দুশ' ডলার হয়ত তেমন বড় অংকের কোন টাকা নয়। কিন্তু এও সত্যি, সাদা চামড়ার কৃপন আমেরিকানরা স্বার্থের বাইরে একটা ডলারও সাধারনত খরচ করেনা। অন্ততঃ এখানকার সবাই সেরকমই জানে। কিন্তু ব্রায়ান আমার ধারনাকে পাল্টে দিল। এরপর চাকুরি নিয়ে নিউ জার্সি এসেছি, তাও প্রায় চার বছর হতে চললো। ব্রায়ানের সাথে শুরুতে ইমেইলে বেশ যোগাযোগ থাকলেও, ক্রমে একসময় তা কমে এসেছে। বলতে গেলে, ব্রায়ানের সাথে আমার আর এখন কোন যোগাযোগ নেই। ব্যস্ততাপূর্ণ প্রাত্যাহিক জীবনে প্রতিদিন অসংখ্য সাদা আমেরিকানের সাথে দেখা হয়। কিন্তু, আগেরমত ওদেরকে আর স্বার্থপর মনে হয়না। ক্যাথোলিক ধর্মে বিশ্বাসী, ছিপছিপে লম্বা, শান্ত চেহারার, গাঢ় নীল চোখের, স্বল্পবয়সী ব্রায়ান সাদা আমেরিকানদের সম্পর্কে আমার সারাজীবনের ধারনাকে বদলে দিয়েছে।

ব্রায়ানের দেয়া গিফট কার্ডটা খুব যত্ন করে আমি তুলে রেখেছি। কেবল বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে নয়। একজন সত্যিকারের ধার্মিক, পূণ্যবান, ও গভীরভাবে শ্রষ্টায় বিশ্বাসী মানুষের ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে। জুবেইর বড় হয়ে যখন বুঝতে শিখবে, পৃথিবীকে চিনতে শিখবে, তখন তার কোন এক জন্মদিনে গিফট কার্ডটা আমি তার হাতে তুলে দেবো, যেন, ব্রায়ানের বিশ্বাসের গভীরতা, ভালবাসার ব্যাপকতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা আমার ছেলেকেও ছুঁয়ে যায়।।